## রচনা ভিত্তিক প্রশ্নোত্তর

১। প্রশ্ন ঃ— মনুসংহিতা অনুসারে রাজার উৎপত্তি ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা কর।

অথবা

'মহতী দেবতা হ্যেষা নররূপেণ তিষ্ঠতি' মনুনির্দেশিত আলোচনা দ্বারা উক্তিটির সার্থকতা প্রদর্শন কর।

উত্তর ঃ— ধর্মশাস্ত্র প্রযোজকদের মধ্যে অগ্রগণ্য ভগবান মনু তাঁর সংহিতার সপ্তম অধ্যায়ে আলোচ্য বিষয়বস্তু সম্পর্কে বলেছেন—

'রাজধর্মান্ প্রবক্ষ্যামি যথাবৃত্তো ভবেন্নৃপঃ।
সম্ভবশ্চ যথা তস্য সিদ্ধিশ্চ পরমা যথা।।'

সুতরাং রাজধর্ম পর্যালোচনা করতে হ'লে প্রসঙ্গানুসারে প্রথমেই আসে রাজ্যের উৎপত্তি ও উপযোগিতার কথা। সাধারণভাবেই দেখা যায়, যা কিছু সৃষ্ট চেতন-অচেতন পদার্থ বিদ্যমান, সকলেরই প্রয়োজন আছে। তাই শাস্ত্রকার মনুও রাজার উৎপত্তির কথা বলার পূর্বেই তার উপযোগিতা উল্লেখ করেছেন—

অরাজকে হি লোকেঽস্মিন্ সর্বতো বিদ্রুতে ভয়াৎ।
রক্ষার্থমস্য সর্বস্য রাজানমসৃজৎ প্রভুঃ।।

অনুরূপ কথা অন্যত্র বলা হয়েছে, —নিজ নিজ ধর্মে নিরত ব্রাহ্মণাদি সকল বর্ণের এবং ব্রহ্মচর্যাদি আশ্রমের রক্ষক হিসাবে রাজা সৃষ্ট হয়ে থাকেন।

যিনি সকলের পালক, রক্ষক, পরিচালকস্বরূপ হবেন, তিনি নিশ্চয় অলোকসামান্য গুণের অধিকারী হবেন। তাই ভগবান মনু রাজার গুণোৎকর্ষ নির্ধারণের জন্য বলেছেন—ইন্দ্র, বায়ু, যম, সূর্য, অগ্নি, বরুণ, চন্দ্র এবং কুবেরের সারভূত অংশ নিয়েই ভগবান রাজাকে সৃষ্টি করেছেন। এই সকল তেজস্বী দেবতাদের অংশজাত বলেই রাজা সকল প্রাণীকে অভিভূত এবং সন্তপ্ত করতে পারেন, কিন্তু কোন প্রাণী তাঁর দিকে সরাসরি দৃষ্টিপাত পর্যন্ত করতে পারে না। মনু বলেছেন,—

'ন চৈনং ভুবি শক্নোতি কশ্চিদপ্যভিবীক্ষিতুম্।।'

রাজা স্বকীয় তেজে এবং প্রভাবে অগ্নি, বায়ু, সূর্য, চন্দ্র, যম, কুবের, বরুণ এবং মহেন্দ্রের সঙ্গে তুলনীয়। তাই তিনি বয়সে বালক, বৃদ্ধ— যাই হন না কেন, —তিনি সকলের পূজ্য। সাধারণ মনুষ্যজ্ঞানে বয়সাদি রাজার ক্ষেত্রে কখনও বিচার্য নয়। এ বিষয়ে নির্দেশ—

Scanned with CamScanner

'বালোঽপি নাবমন্তব্যো মনুষ্য ইতি ভূমিপঃ।
মহতী দেবতা হ্যেষা নররূপেণ তিষ্ঠতি।।'

রাজার প্রভাব যেমন অলোকসামান্য তেমনই তাঁর কার্যবিধিও অচিন্তনীয়। তিনি প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য ঈশ্বরের ন্যায় নানাপ্রকার রূপ ধারণ করেন। যেমন শত্রুপক্ষের কাছে রাজা কখনও শত্রু, কখনও মিত্র, কখনও হন্তা কখনও চরম উদাসীন। রাজার এই একই অঙ্গে বহুরূপ প্রদর্শনের বৈশিষ্ট্য কেবল শত্রুদের নিকটই নয়, প্রজাদের নিকটও প্রকট। তাই রাজা সম্পর্কে বলা হ'য়েছে—

'যস্য প্রসাদে পদ্মা শ্রীর্বিজয়শ্চ পরাক্রমে।
মৃত্যুশ্চ বসতি ক্রোধে সর্বতেজোময়ো হরিঃ।।'

রাজা সর্বতেজোময়; তাঁর অনুগ্রহে প্রভূত সম্পদ ও উন্নতি এবং ক্রোধে মৃত্যু। তাই কখনও কোন কারণে রাজার প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করা উচিত নয়। রাজার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ আত্মহনন তুল্য। মনুর ভাষায় 'তং যস্তু দ্বেষ্টি সম্মোহাৎ স বিনশ্যত্য-সংশয়ম্'। আরও বলা হ'য়েছে যে, রাজরোষ অগ্নি অপেক্ষাও ক্ষতিকর। রাজার বিরুদ্ধাচরণবশতঃ রাজরোষে পতিত হ'লে সেই মানুষ ধন, সম্পদ, পশু সহ সবংশে ধ্বংস হয়। তাই বলা হয়—

'কুলং দহতি রাজাগ্নিঃ সপশুদ্রব্যসঞ্চয়ম্।'

মনু রাজার এই বর্ণনানুরূপ দিব্য উদ্ভব ও অলৌকিক প্রভাব উল্লেখ করে শেষে জীবকুলকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, রাজার অভিলষিত কার্যে যেমন প্রত্যেকের প্রবর্তিত হওয়া উচিত তেমনই তাঁরা অনভিলষিত বিষয়গুলিকে সযত্নে পরিহার করাও বিধেয়। যথা মনুবচন—

'তস্মাদ্ধর্মং যমিষ্টেষু স ব্যবস্যেন্নরাধিপঃ।
অনিষ্টঞ্চাপ্যনিষ্টেষু তং ধর্মং ন বিচারয়েৎ।।'

**২। প্রশ্ন ঃ— দণ্ডের প্রকৃতি এবং কার্যাবলী সম্পর্কে আলোচনা কর।**

**অথবা**

**'স রাজা পুরুষো দণ্ডঃ স নেতা শাসিতা চ সঃ' —উক্তিটির যাথার্থ্য নিরূপণ কর।**

**উত্তর ঃ—** মনুসংহিতার রাজধর্ম প্রকরণ নামক সপ্তম অধ্যায়ে 'দণ্ডের স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য' সম্পর্কে বক্ষ্যমানানুরূপ বর্ণনা আছে।

প্রবলের ভয়ে ধাবমান বিশৃঙ্খল চরাচরকে সুষ্ঠুভাবে রক্ষা ও পালন করার জন্য পরমেশ্বর যখন অষ্টবসুর অংশ বা সারবিশিষ্ট রাজাকে সৃষ্টি করেন, তার পূর্বেই রাজার যথাযথ কার্যসাধনের উদ্দেশ্যে ব্রহ্মতেজোময় সর্বজনরক্ষক ধর্মস্বরূপ দণ্ডকে সৃষ্টি করেন।

Scanned with CamScanner

দণ্ডই স্থাবর, জঙ্গম, প্রাণিগণের ভোগ সুখ লাভের এবং স্বধর্মে নিরত থাকার পক্ষে যথেষ্ট উপযুক্ত হওয়ায় দেশ, কাল, পাত্র বিবেচনা করে রাজা অন্যায়কারীর প্রতি দণ্ড প্রয়োগ করেন্। মূলতঃ রাজা তেজস্বী দেবতাদের অংশসম্ভূত হ'লেও তাঁর প্রকৃত যোগ্যতা নিহিত থাকে দণ্ডের মধ্যে। প্রকৃতপক্ষে দণ্ডই রাজা, দণ্ডই নেতা, দণ্ডই চতুরাশ্রমের রক্ষক। তাই বলা হ'য়েছে—

স রাজা পুরুষো দণ্ডঃ স নেতা শাসিতা চ সঃ।
চতুর্ণামাশ্রমানাঞ্চ ধর্মস্য প্রতিভুঃ স্মৃতঃ।।'

কারণ দণ্ডই প্রজাকুলকে শাসন ও রক্ষণাবেক্ষণ করে থাকেন, তিনি সদা জাগ্রত তাই দণ্ডকে ধর্মস্বরূপ বলে অভিহিত করা হয়।

দণ্ডের ভয়েই প্রজাকুল ন্যায় পথে চালিত হয়, নিজ নিজ বিষয় ভোগ করতে সমর্থ হয়। দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনের জন্য দণ্ডের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। দণ্ড কেবল নরলোকেই যে সক্রিয় তা নয়, দণ্ডের প্রভাবে অথবা ভয়েই দেবতা, গন্ধর্ব, রাক্ষস, বিহঙ্গ সর্প সকলেই জগতের মঙ্গল সাধনে ব্যাপৃত হয়। শ্যামবর্ণ লোহিতাক্ষ দণ্ড যেখানে সদা জাগরুক থাকে অথবা দণ্ড যেখানে অন্যায়কে দূর করে সর্ববিষয়ে ন্যায় বিধান করে সেখানে রাজা যেমন সুস্থির মনে রাজকার্য পরিচালনে সমর্থ হন, প্রজাবর্গ তেমন কখনও দুঃখভাগী হয় না। তাই সংহিতায় উক্ত হ'য়েছে—

যত্র শ্যামো লোহিতাক্ষো দণ্ডশ্চরতি পাপহা।
প্রজাস্তত্র ন মুহ্যন্তি নেতা চেৎ সাধু পশ্যতি।।

যদিও রাজ্য পরিচালনে দণ্ড অতুলনীয় তথাপি রাজাকে দণ্ডপ্রয়োগ সম্পর্কে সবসময় সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়। কারণ যথাশাস্ত্র দণ্ডপ্রয়োগ দ্বারা যেমন সুফল লাভ করা যায়, অনুরূপ কুফল পাওয়া যায় দণ্ড অন্যায়ভাবে প্রযুক্ত হলে। আরও বিশেষভাবে বলা হয়েছে যে, দণ্ড যথাবিধি প্রযুক্ত না হ'লে রাজ্যে মাৎস্যন্যায় দেখা দেয়, অর্থাৎ দুর্বলের উপর সবলের অত্যাচার চলতে থাকে; কাক, কুকুর প্রভৃতি হীন প্রাণী পবিত্র যজ্ঞীয় হবি ভক্ষণ করে, কোথাও কোনও বিষয়ে কারও প্রভুত্ব স্বীকৃতি পায় না, সমাজে প্রচণ্ড বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। ঋষি বলেছেন,—

অদ্যাৎ কাকঃ পুরোডাশং শ্বাবলিহ্যাদ্ধবিস্তথা।
স্বাম্যঞ্চ ন স্যাৎ কস্মিংশ্চিৎ প্রবর্তেতাধরোত্তরম্।।

এমনকি যে বর্ণসঙ্করের ফলে জাতির ধ্বংস অনিবার্য হ'য়ে ওঠে সেই বর্ণসঙ্করের সৃষ্টিও দণ্ডের অপপ্রয়োগ থেকে। সেই সামাজিক সংযোগগুলিও বিচ্ছিন্ন হ'য়ে যায় এবং জনসমষ্টির মধ্যে ক্ষোভ জন্মায়। বিশেষভাবে স্মরণীয় যে, দণ্ডের অপপ্রয়োগ হ'লে কেবল রাজ্যসহ সবান্ধব রাজাই বিনষ্ট হয় না, সেই সঙ্গে অন্তরীক্ষগত মুনি এবং দেবতাগণও পীড়িত হন।

অবশেষে ঋষি দণ্ডের সুষ্ঠুপ্রয়োগ ও অপপ্রয়োগজনিত সুফল ও কুফলগুলি

Scanned with CamScanner

পর্যালোচনা করে দণ্ডপ্রয়োগের যোগ্য অধিকারী ও অনধিকারী সম্পর্কে নির্দেশ করেছেন যে, মূর্খ, লোভী, অসংস্কৃত বুদ্ধি, বিষয়াসক্ত রাজা কখনই দণ্ডপ্রয়োগের যোগ্য অধিকারী হয় না। যিনি শুচি, সত্যবাদী, শাস্ত্রবাক্য পালনকারী, সহায়সম্পন্ন, বুদ্ধিমান্ তিনিই দণ্ডপ্রয়োগের যোগ্য ব্যক্তি। মনুসংহিতায় বলা হয়েছে,—

শুচিনা সত্যসন্ধেন যথাশাস্ত্রানুসারিনা।
প্রণেতুং শক্যতে দণ্ডঃ সুসহায়েন ধীমতা।।'

**৩। প্রশ্ন ঃ— 'ব্যসন' বলতে কি বুঝ? মনুসংহিতা অনুসারে ব্যসনের বিভাগসমূহ উল্লেখ পূর্বক তার স্বরূপ, প্রভাব ও পরিণাম সম্পর্কে আলোচনা কর।**

**অথবা**

**'ব্যসনানি দুরন্তানি প্রযত্নেন বিবর্জয়েৎ'— উক্ত 'ব্যসন' শব্দটি ব্যখ্যা কর। মনুর নির্দেশানুসারে ব্যসনের দুইটি প্রধান বিভাগের উল্লেখ পূর্বক অবান্তর বিভাগগুলির ক্রমিক গুরুত্ব পর্যালোচনা কর।**

**উত্তর ঃ—** ব্যসন শব্দটির অভিধানিক অর্থ—বিপদ, পাপ, দুঃখ প্রভৃতি। মনু 'ব্যসন' শব্দটির কোন প্রতিশব্দ ব্যবহার না করলেও যেগুলিকে ব্যসনের অন্তর্ভুক্ত করেছেন সেগুলির বৈশিষ্ট্য পর্যালোচনা করলে যে অর্থোপলব্ধি হয়, তা হ'লো কুক্রিয়া। কারণ এই ব্যসনের কথা উল্লেখ করার অব্যবহিত পূর্বে বলা হ'য়েছে, জিতেন্দ্রিয় রাজাই প্রজাকুলকে স্ববশে রাখতে পারেন, অর্থাৎ সার্থক রাজপদে উন্নীত হতে পারেন। আর যারা ইন্দ্রিয়কে জয় করতে পারে না, ইন্দ্রিয়ের তাড়নায় এমন সমস্ত কুক্রিয়া আচরণ করে যার দ্বারা তার ধ্বংসের পথ প্রশস্ত হয় সেই সমস্ত কুক্রিয়াকে ঋষি ব্যসন নামে চিহ্নিত করেছেন।

ব্যসন প্রধানতঃ 'দু'প্রকার— (১) কামজ ও (২) ক্রোধজ।

এই দু'টি স্তরের ব্যসনের মধ্যেও আবার বিভাগ আছে। যেমন কামজ ব্যসন দশটি। যথা—

মৃগয়াক্ষো দিবাস্বপ্নঃ পরিবাদঃ স্ত্রিয়ো মদঃ।
তৌর্যাত্রিকং বৃথাট্যা চ কামজো দশকো গণঃ।।

অর্থাৎ মৃগয়া, পাশাখেলা, পরদোষকীর্তন দিবানিদ্রা, পরস্ত্রীসম্ভোগ, মদ্যপান, নাচ-গান-বাজনা ও বৃথা ভ্রমণ—এই দশটি কামজ ব্যসন।

আর ক্রোধজ ব্যসন আটটি। যথা—

পৈশুন্যং সাহসং দ্রোহং ঈর্ষ্যাসূয়ার্থদূষণম্।
বাগ্‌দণ্ডজং চ পারুষ্যং ক্রোধজোঽপি গণোষ্টকঃ।।

অর্থাৎ (১) পৈশুন্য (খলতার সাহায্যে পরের অজানা দোষ প্রকাশ করা), (২) সাহস (নিরপরাধ ব্যক্তিকে কষ্ট দেওয়া), (৩) দ্রোহ (বিশ্বাসঘাতকতাপূর্বক গোপন হত্যা) (৪) ঈর্ষ্যা (অপরের গুণে অসহিষ্ণুতা), (৫) অসূয়া (পরের গুণে দোষাবিষ্কার)

Scanned with CamScanner

, (৬) অর্থদূষণ (অর্থ অপহরণ বা পরিশোধ না করা), (৭) বাক্‌পারুষ্য (কঠোর বাক্য প্রয়োগ) এবং (৮) দণ্ডপারুষ্য (কঠোর দণ্ডবিধান) —এই আটটি ক্রোধজ ব্যসন।

এই উভয়প্রকার ব্যসনই রাজার পক্ষে ক্ষতিকর তথাপি ক্রোধজ ব্যসন কামজ ব্যসন অপেক্ষা অধিকতর ক্ষতিকর। কারণ কামজ ব্যসন রাজার কেবল অর্থ ও ধর্মকে নষ্ট করে, কিন্তু ক্রোধজ ব্যসন এগুলির সঙ্গে রাজার জীবন পর্যন্ত নষ্ট করে। সংহিতায় বলা হয়েছে—

'কামজেষু প্রসক্তো হি ব্যসনেষু মহীপতিঃ।
বিসৃজ্যতেহর্থধর্মাভ্যাং ক্রোধজেষ্বাত্মনৈব হি।।'

তবে সর্বাগ্রে স্মরণীয় যে, এই উভয়বিধ ব্যসনেরই মূল কারণ হলো লোভ। লোভই রাজাকে ব্যসনাসক্ত ক'রে ধনে প্রাণে বিনষ্ট করে, তাই ঋষি রাজাকে সবসময় লোভ জয় করতে নির্দেশ দিয়েছেন।

যদিও সকল ব্যসনই ক্ষতিকর, তবু কতকগুলিকে আবার অধিকতর ক্ষতিকর ও মারাত্মক বলে নির্দেশ করা হয়েছে। যেমন দশটি কামজ ব্যসনের মধ্যে মদ্যপান, পাশাখেলা, পরস্ত্রীসম্ভোগ ও মৃগয়া অত্যন্ত দুঃখকর। অনুরূপক্রমে ক্রোধজ ব্যসনগুলির মধ্যে দণ্ডপারুষ্য, বাক্‌পারুষ্য ও অর্থদূষণ অত্যন্ত অনর্থকর।

এ প্রসঙ্গে আর একটি নির্দেশ আছে যে পূর্বোক্ত কামজ চারটি ও ক্রোধজ তিনটি যে ক্রমে উল্লেখ করা হয়েছে সেই ক্রমানুসারে পূর্বেরটি পরেরটি অপেক্ষা অধিকতর মারাত্মক। যেমন কামজ বাসনান্তর্গত মদ্যপান ও পাশাখেলার মধ্যে মদ্যপান অধিকতর ক্ষতিকর। কারণ দুটিরই ফল অর্থহানি হ'লেও পাশাখেলায় একজনের অর্থপ্রাপ্তি ঘটে এবং জাগতিক হিতাহিত বোধ সম্পূর্ণ লোপ পায় না, কিন্তু মদ্যপানে অর্থ ও বুদ্ধি দুইই নষ্ট হয়। অনুরূপভাবে ক্রোধজ ব্যসনেও দেখা যায়, কঠোর বাক্য প্রয়োগ থেকে অন্যায়ভাবে বধবন্ধন প্রভৃতি দণ্ডবিধান বহুগুণে ক্ষতিকর। কারণ কঠোর বাক্য প্রয়োগে কারও বিরাগভাজন হ'য়েও আবার দান দাক্ষিণ্যের সাহায্যে আনুকূল্য সৃষ্টি করা যায়, কিন্তু কারও অঙ্গচ্ছেদ বা প্রাণদণ্ড ঘটিয়ে আর কোনভাবেই তার আনুকূল্য লাভ করা যায় না। যদিও ক্রমানুসারে পূর্ব-পূর্বটিকে অধিকতর মারাত্মক বলা হ'য়েছে, তথাপি কোনটি তুচ্ছ ও উপেক্ষণীয় নয়। সবগুলিই যত্নের সঙ্গে বর্জনীয়। ব্যসনের অপকর্ষ তথা ক্ষতিকর দিকটি ভাল করে উপলব্ধি করার জন্য শাস্ত্রকার বলেছেন ব্যসন ও মরণের মধ্যে ব্যসন অধিকতর কষ্টকর। এবং আরও বলেছেন যে ব্যসনহীন মানুষ মরণের পর স্বর্গে যান এবং বাসনাসক্ত মানুষ নরকগামী হয়।

'ব্যসনস্য চ মৃত্যোশ্চ ব্যসনং কষ্টমুচ্যতে।
ব্যসন্যধোহধো ব্রজতি স্বর্যাত্যব্যসনীমৃতঃ।।'

সুতরাং এই উক্তি দ্বারা বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, ব্যসন কেবল ইহলোকে নয়, পরলোকেও কষ্ট দেয়, এই মারাত্মক কুফল লোকান্তরেও সংক্রমিত হয়।

**৪। মনুসংহিতা অনুসারে রাজার মন্ত্রী বা অমাত্য বা সচিব নিয়োগের প্রয়োজন,**

Scanned with CamScanner

এবং সংখ্যা সম্পর্কে আলোচনা কর।

**উত্তর** ঃ— মনুসংহিতার রাজধর্ম শীর্ষক সপ্তম অধ্যায়ে রাজার প্রধান সহায় দণ্ড ও বিশেষ শত্রু ব্যসন সম্পর্কে আলোচনার পরই দ্বিতীয় সহায় অমাত্য বা সচিব সম্পর্কে নয়টি শ্লোকের সাহায্যে বক্ষ্যমানানুরূপ আলোচনা করা হয়েছে।

রাজকার্য পরিচালনায় সচিব বা মন্ত্রী অপরিহার্য। কারণ রাজ্য পরিচালনা অত্যন্ত জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ কাজ। রাজা ইন্দ্র, বরুণ প্রভৃতির অংশসম্ভূত তথা অলোকসামান্য প্রভাবশালী হলেও এ কাজ কখনও একাকী করতে পারে না, তাই শাস্ত্রকার বলেছেন—

অপি যৎ সুকরং কর্ম তদপ্যেকেন দুষ্করম্।
বিশেষতোঽসহায়েন কিমু রাজ্যং মহোদয়ম্।।

সুতরাং রাজ্য পরিচালনরূপ বিশাল কর্মযজ্ঞ সম্পাদনের জন্য শাস্ত্রকার রাজাকে সাহায্যকারী হিসাবে প্রথমে সাতজন বা আটজন মন্ত্রী নিয়োগ করার নির্দেশ দিয়েছেন। তবে এই মন্ত্রী নিয়োগ সম্পর্কে শাস্ত্রকার বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করেছেন। রাজা মন্ত্রী হিসাবে সেই সমস্ত ব্যক্তিকেই নিয়োগ করবেন, যাঁরা বংশপরম্পরাক্রমে রাজসেবক, শাস্ত্রবিশারদ, বীর, অস্ত্রবিদ্যায় নিপুণ, সদ্ববংশজাত এবং সর্বপ্রকার শপথ দ্বারা পরীক্ষিত বা সর্বপ্রকার প্রলোভনে অচঞ্চল। এ-সম্পর্কে মনুবাক্য হলো—

'মৌলান্ শাস্ত্রবিদঃ শূরান্ লব্ধলক্ষ্যান্ কুলোদ্ভবান্।
সচিবান্ সপ্তচাষ্টৌবা প্রকুর্বীত পরীক্ষিতান্।।

**৫। প্রশ্ন ঃ— রাজ্যপরিচালনায় অমাত্য ও সচিবদের ভূমিকা আলোচনা কর।**

**উত্তর** ঃ রাজ্য পরিচালনায় সচিবের ভূমিকা বা রাজা সচিবের কিরূপ সহায়তা গ্রহণ করবেন সে সম্পর্কে মনুংসহিতার নির্দেশ হলো—রাজা তাঁর নিযুক্ত মন্ত্রীদের সঙ্গে বিশেষ গোপনীয় নয় সাধারণ সন্ধি-বিগ্রহ, যানাদি বিষয়ে আলোচনা করবেন। এছাড়াও তাদের সঙ্গে কোশ, নগর, দেশ, হস্তী, অশ্ব, রথ, সারথি, পদাতির প্রতিপালনরূপ সুরক্ষা বিষয়ে ধান্য সুবর্ণাদির উৎপত্তিস্থলরূপ সমুদায় স্বকীয় ও রাষ্ট্রগত রক্ষণরূপ গুপ্তি বিষয়ে এবং প্রাপ্ত ধনের সৎপাত্রে প্রতিপাদনাদি ব্যয় সম্পর্কে রাজা পরামর্শ করবেন।

এ প্রসঙ্গে রাজার বিশেষ কর্তব্য হ'লো যে সচিবদের পরামর্শকালে কর্মনিষ্পত্তি বিষয়ে মন্ত্রিবৃন্দের প্রত্যেকের অভিপ্রায় পৃথক পৃথক ভাবে জেনে যৌথভাবে সকলের অভিমত গ্রহণ করা। এভাবে মন্ত্রীদের অভিমত অনুসারে রাজাকে স্বকার্য সাধন করতে হয়। সুতরাং রাজকার্যে মন্ত্রীদের গুরুত্ব অসীম, তাই রাজাকে স্বকার্য সাধনের জন্য অমাত্যবর্গের অভিমত অবশ্যই গ্রহণ করতে হয়।

অমাত্যবর্গ রাজকীয় পদমর্যাদার বিচারে সকলেই অমাত্য বা সচিব নামে ভূষিত হ'লেও গুণগত বৈশিষ্ট্যানুসারে শাস্ত্রকার তাঁদের ভিন্ন ভিন্ন ভূমিকা পালনের নির্দেশ করেছেন। যেমন সচিবগণের মধ্যে পরমধার্মিক, বিদ্বান, ব্রাহ্মণ সচিবের সঙ্গে রাজা

Scanned with CamScanner

সন্ধি, বিগ্রহ, যান আসন, দ্বৈধী ও সংশ্রয়রূপ ষড়্গুণসমন্বিত অত্যন্ত গোপনীয় মন্ত্রণীয় বিষয় আলোচনা করবেন। কেবল মন্ত্রণাই নয়, ঐ ব্রাহ্মণ অমাত্যের উপর পরিপূর্ণ আস্থা স্থাপন করে রাজা তাঁর উপর সমস্ত কার্যভার অর্পণ করবেন এবং ঐ অমাত্যের সঙ্গে আলোচনা করেই অন্য কার্যে প্রবৃত্ত হবেন।

পূর্বোক্ত ঐ সাতজন বা আটজন মন্ত্রী ছাড়াও রাজকার্যের গুরুত্বাধিক্য হেতু নির্লোভ, প্রাজ্ঞ, নির্ভীক, অর্থসংগ্রহে কুশলী এবং নানাভাবে পরীক্ষিত—এমন কয়েক জন অমাত্য নিয়োগ করবেন। এই সচিব নিয়োগ প্রসঙ্গে শাস্ত্রকার আরও নির্দেশ করেছেন যে, যত সংখ্যক কর্মীর সহায়তায় রাজকার্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত ও সম্পন্ন হতে পারে রাজার ঠিক সেই সংখ্যক অনলস, চতুর ও পণ্ডিত ব্যক্তিকে কর্মসচিব হিসাবে নিয়োগ করা উচিত। এস্থলেও শাস্ত্রকার সচিবদের গুণগত বৈষম্য অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন দায়িত্ব পালনের কথা উল্লেখ করেছেন। নিযুক্ত সচিবসমুদয়ের মধ্যে যাঁরা বিক্রমী, কৌশলী, সদ্ববংশজাত ও নির্লোভ তাঁরা অর্থবিষয়ে, সুবর্ণরজতাদির উৎপত্তি স্থানে অথবা ধান্যাদির সংগ্রহ স্থানে নিযুক্ত থাকবেন। আর যাঁরা ধর্মভীরু তারা রাজার রক্ষণাবেক্ষণ সহ রাজান্তঃপুর পর্যবেক্ষণের দায়িত্বে নিযুক্ত থাকবেন।

সুতরাং রাজ্য পরিচালনায় রাজার সমস্ত ভূমিকার মধ্যেই সচিব বা মন্ত্রীর অলক্ষ্য ভূমিকা নিহিত থাকে।

**৬। প্রশ্ন ঃ— মনুসংহিতার আলোকে দূত সম্পর্কে আলোচনা কর।**

**উত্তর ঃ** মনুসংহিতার রাজধর্ম শীর্ষক সপ্তম অধ্যায়ে মাত্র সাতটি শ্লোকের মাধ্যমে রাজকার্য পরিচালনার অন্যতম সহায় দূতের গুণ, গুরুত্ব ও কৃতিত্ব প্রভৃতি সমগ্র বিষয় সুষ্ঠুভাবে আলোচিত হয়েছে।

রাজকার্য পরিচালনায় পররাষ্ট্রনীতির গুরুত্ব যেমন অসীম তেমনই সেই নীতিটির সুষ্ঠু প্রণয়নের জন্য দূতের ভূমিকা অতুলনীয়। দূতের কৃতিত্ব ও কর্মনৈপুণ্যেই রাজা নিষ্কণ্টক সাম্রাজ্য ভোগ করতে সমর্থ হন। তাই শাস্ত্রকার সচিব নিয়োগের পরই রাজাকে দূত নিয়োগ করতে নির্দেশ করেছেন। সেই সঙ্গে কেমন ব্যক্তিকে রাজদূত হিসাবে নিয়োগ করবেন সে সম্পর্কে বলেছেন—সর্বশাস্ত্রজ্ঞ; ইঙ্গিতজ্ঞ, পবিত্র, চতুর ও সদ্বংশজাত ব্যক্তিকে রাজা দূত হিসাবে নিয়োগ করবেন। ঐ দূতদের মধ্যে আবার যাঁরা বিশ্বাসী, পবিত্র, দক্ষ, স্মৃতিশক্তিসম্পন্ন, দেশকাল সম্বন্ধে অভিজ্ঞ, সুন্দরাকৃতি, নির্ভীক ও বাক্‌পটু তাঁরা সর্বাপেক্ষা প্রশংসনীয় দূত বলে বিবেচিত হন। শাস্ত্রকার বলেছেন—

'অনুরক্তঃশুচির্দক্ষঃ স্মৃতিমান্ দেশকালবিৎ।
বপুষ্মান্ বীতভীর্বাগ্‌মী দূতো রাজ্ঞঃ প্রশস্যতে।।'

দূতনিয়োগ প্রসঙ্গে দূতের গুণাবলী উল্লেখ করেই দূতের গুরুত্ব সম্পর্কে বলা

Scanned with CamScanner

হয়েছে যে, 'দূতে সন্ধি বিপর্যয়ৌ'। অর্থাৎ প্রতিপক্ষ নৃপতির সঙ্গে সন্ধি হবে কি যুদ্ধ হবে—তা দূতই নির্ধারণ করেন। কারণ দূতই প্রতিপক্ষ রাজার সামগ্রিক অবস্থা অবগত হয়ে রাজাকে অবহিত করান এবং তারপরই মন্ত্রণাক্রমে সন্ধিবিগ্রহাদি স্থির হয়। এই সঙ্গে শ্রেষ্ঠ দূতেদের আর একটি কৃতিত্ত্ব হ'লো প্রতিপক্ষীয় মৈত্রীভাবাপন্ন রাজাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করতে এবং মিত্রপক্ষীয় অসংহত রাজাদিগকে মিলিত করতে দূতই সক্ষম। এর ফলেই সন্ধি ও বিগ্রহ—কোন পথ রাজা অবলম্বন করবেন তাও সহজে নির্ণয় হয়। সুতারাং দূতের গুরুত্ব বিশেষ করে পররাষ্ট্র বিষয়ে অপরিমেয়।

রাজার গুরুত্বপূর্ণ সহায় এই দূতের কার্যালীও অত্যন্ত জটিল ও দুঃসাধ্য। মনুর নির্দেশ হলো যে, দূত শত্রুরাজ্যে গিয়ে সেখানে নিযুক্ত গুপ্তচরদের ইঙ্গিত ও অঙ্গভঙ্গি দ্বারা শত্রুরাজার কার্যাবলী ও তার ভৃত্যদের অভিপ্রায় জানার চেষ্টা করবে। এছাড়াও আরও একটি কঠিন নির্দেশ যে, প্রতিপক্ষ রাজার অভিপ্রায় জানার চেষ্টা করবে। প্রতিপক্ষ রাজার অভিপ্রায় জেনে দুতকে এমন অবস্থা অবলম্বন করতে হবে যাতে প্রতিপক্ষ রাজা কোনরূপ অনিষ্ট করতে না পারেন।

দূতের এই কর্তব্যসমূহের মধ্যেও যেন শাস্ত্রকার বলতে চেয়েছেন যে, রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব রক্ষার সর্বোত্তম সেনা হলেন দূত।

**৭। প্রশ্ন ঃ— নাম ও গুণাবলী উল্লেখ পূর্বক দূর্গ সম্পর্কে আলোচনা কর।**

**উত্তর ঃ** মুসংহিতায় 'রাজধর্ম' শীর্ষক সপ্তম অধ্যায়ে রাজার রাজধানী স্থাপনের স্থান নির্দেশ করে রাজার প্রধান অবলম্বন দুর্গ সম্পর্কে বক্ষ্যমানানুরূপ আলোচনা নিবদ্ধ আছে।

দুর্গ শব্দের প্রকৃতি প্রত্যয়গত অর্থ হলো,—যেখানে দুঃখের সঙ্গে যাওয়া যায়, তাই দুর্গ। দুর্গের গঠন বৈশিষ্ট্য ও স্থান নির্ণয়ের মধ্যেও উক্ত নামকরণের তাৎপর্য নিহিত আছে। রাজার ব্যূহাত্তর প্রকার প্রকৃতির মধ্যে দুর্গ অন্যতম। তাই রাজা ও রাজ্যের সুরক্ষা ব্যাপারে দুর্গের গুরুত্ব অপরীসীম। মনু বলেছেন, দুর্গরূপ দুর্গম স্থানাশ্রিত রাজাকে শত্রুরা কোনভাবে হিংসা করতে পারে না।

প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য অনুসারে মনু ছ'প্রকার দুর্গের নাম উল্লেখ করেছেন যথা—

ধন্বদুর্গং মহীদুর্গমব্দুর্গং বার্ক্ষমেব বা।
নৃদুর্গং গিরিদুর্গং বা সমাশ্রিত্য বসেৎপুরম্।।

এই দুর্গগুলির গঠনগত বৈশিষ্ট্য হলো যে মরুবেষ্টিত দুর্গকে বলা হয় ধন্বদূর্গ, ইট-পাথরে নির্মিত দুর্গের নাম মহীদূর্গ, জলবেষ্টিত দুর্গকে বলে অব্দুর্গ, বৃক্ষ পরিবেষ্টিত দুর্গের নাম বার্ক্ষদুর্গ, চতুর্দিকে সৈন্য সমাবেশের দ্বারা রচিত দুর্গের নাম নৃদুর্গ এবং পর্বতের উপরিভাগে অত্যন্ত দূরারোহ, একটিমাত্র পথসমন্বিত নদী ও নির্ঝরের জলসমন্বিত উর্বরা- ভূমিজাত বহু শস্যসম্পন্ন ও বৃক্ষসমন্বিত স্থানে নির্মিত দুর্গের নাম

Scanned with CamScanner

গিরিদুর্গ।

এই দুর্গগুলির মধ্যে কোনটি কার সমাশ্রয়নীয়—সে সম্পর্কে শাস্ত্রকারের নির্দেশ হলো—ধন্বদুর্গ মৃগদের, মহীদুর্গ মূষিকাদির এবং জলদুর্গ কুম্ভীরাদি জলজন্তুদের আশ্রয়স্থল। আর বৃক্ষদুর্গ বানরাদির, নৃদুর্গ মানুষের ও গিরিদুর্গ দেবতাদের আশ্রয়যোগ্য।

দুর্গ এমনই একটি স্থান যাকে কোনো জিগীষু রাজা কখনও উপেক্ষা করতে পারেন না। কারণ দুর্গের এমনই মহিমা বা বৈশিষ্ট্য যে, দুর্গে আশ্রিত হীনবল রাজাও বহুবলসম্পন্ন রাজাকে অনায়াসে জয় করতে পারেন। তাই সংহিতায় উক্ত হয়েছে—

"একঃ শতং যোধয়তি প্রাকারস্থো ধনুর্ধরঃ
শতং দশসহস্রাণি তস্মাদ্ দুর্গং বিধীয়তে।।'

দুর্গ যেহেতু রাজ্য সুরক্ষার প্রধানতম সহায়, তাই এটিকে নানাভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে তুলতে হয়। দুর্গকে অস্ত্র-শস্ত্র প্রভৃতি যুদ্ধোপকরণে পরিপূর্ণ রাখতে হয়। সেই সঙ্গে সেখানে রাজার উদ্দেশ্য সাধনোপযোগী সমস্ত কিছুই পূর্ণমাত্রায় থাকবে। যেমন—সেখানে থাকবে পর্যাপ্ত অর্থ, খাদ্য-পানীয়, হস্তী, অশ্ব প্রভৃতি বাহন, মন্ত্রী, ব্রাহ্মণ, স্থপতি, শিল্পী, নানাপ্রকার যন্ত্রপাতি এবং গো, হস্তী, অশ্ব প্রভৃতির প্রয়োজন মত খাদ্য ও পানীয়।

আরও লক্ষ্য রাখতে হবে যে, দুর্গটি যেন কোন কারণে রাজার পক্ষে অস্বস্তিকর না হয়। সেজন্যই দুর্গটি নির্মাণ করা হবে অনেকখানি স্থানকে আশ্রয় করে। উক্ত প্রশস্ত স্থানটি সুরক্ষিত করার জন্য প্রাকার-পরিখা-দ্বারা-বেষ্টিত হ'লেও সমগ্র স্থানটিকে নানাভাবে সাজিয়ে সকল ঋতুতে রমণীয় ও উজ্জ্বল করে রাখতে হবে এবং সেখানে কেবল রাজার জন্য রমণীয় দীর্ঘিকা ও বৃক্ষলতাযুক্ত ধারাগৃহ সমন্বিত একটি স্বতন্ত্র গৃহ থাকবে। রাজা এই দুর্গস্থিত গৃহেই সৎকুলোৎপন্না সবর্ণা সুরূপা-কন্যাকে বিবাহ করে অবস্থান করবেন।

মূলতঃ রাজা অবশ্যই দুর্গকে আশ্রয় করে অবস্থান করবেন। তবে পূর্বোক্ত ছয়-প্রকার দুর্গের মধ্যে গিরিদুর্গই রাজার শ্রেষ্ঠ আশ্রয়স্থল। সে সম্পর্কে মনু বলেছেন—

সর্বেণ তু প্রযত্নেন গিরিদুর্গং সমাশ্রয়েৎ।
এষাং হি বহুগুণ্যেন গিরিদুর্গং বিশিষ্যতে।।

**৮। প্রশ্ন ঃ— মনুসংহিতার 'রাজধর্ম' শীর্ষক সপ্তম অধ্যায়ে প্রাচীন ভারতের করনীতি সম্পর্কে আলোচনা কর।**

**উত্তর ঃ** মনুসংহিতার 'রাজধর্ম' শীর্ষক সপ্তম অধ্যায়ে প্রাচীন ভারতের করনীতি সম্পর্কে বক্ষ্যমানানুরূপ আলোচনাটি শ্লোকাকারে নিবদ্ধ আছে।

সুষ্ঠু রাজ্য পরিচালনার জন্য কোষ একটি প্রধান উপাদান বা সহায়। সেই কোষ-সমৃদ্ধিকে অক্ষুণ্ণ রাখতে রাজাকে প্রজাবর্গের নিকট হতে কর হিসাবে অবশ্যই অর্থ

Scanned with CamScanner

গ্রহণ করতে হয়। তবে সে সম্পর্কে কোন প্রকার সুষ্ঠু নীতি অবলম্বন করা না হ'লে প্রজাবর্গের মধ্যে অসন্তোষের সৃষ্টি হবে এবং তার ফলে সমগ্র সাম্রাজ্যই ধ্বংস হয়ে যাবে তাই ঋষি কর গ্রহণের ব্যাপারে কয়েকটি বিধিনিষেধ সমন্বিত করনীতি প্রণয়ন করেছেন।

মনু নির্দেশিত করনীতির প্রথম সূত্রটি হ'লো যে, রাজা প্রজাবর্গের নিকট থেকে উৎপন্ন শস্যের ষষ্ঠাষ্টম অংশ বার্ষিক কর হিসাবে সংগ্রহ করবেন। তবে এ ব্যাপারে রাজাকে অত্যন্ত ন্যায়নিষ্ঠ ও সহানুভূতিশীল হতে হবে। তাই মনু বলেছেন কর সংগ্রহ কালে রাজা প্রজাদের প্রতি পিতার ন্যায় আচরণ করবেন।

এরপর ঋষি, প্রজাদের মধ্যে কৃষক, ব্যবসায়ী, শিল্পী প্রভৃতি বিভাগ অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন করনীতি নির্দেশ করেছেন।

বণিকদের দেয় কর সম্পর্কে বলা হয়েছে—বাণিজ্য দ্রব্যের আনয়ন ও সংরক্ষণ জন্য ব্যয় বাদ দিয়ে লভ্যাংশ হিসাব করে তাঁর পঞ্চাশভাগ কর হিসাবে রাজা গ্রহণ করবেন। কষিজীবীদের ক্ষেত্রে কর ধার্য করা হবে জমির উর্বরতা ও কৃষিব্যয়ের তারতম্য বিচার করে উৎপন্ন পণ্যের ষষ্ঠ ভাগ বা অষ্টম ভাগ বা দ্বাদশ ভাগ। যারা আপেক্ষিকভাবে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী—অর্থাৎ বৃক্ষ, মাংস, ঘৃত, মধু, ওষধি, গন্ধদ্রব্য, বৃক্ষ হতে প্রস্তুত নির্যাস, ফল, মূল, ফুল প্রভৃতি কেনা-বেচা করে, তাদের লভ্যাংশের ছয় ভাগ রাজার প্রাপ্য। ঐরূপ যারা শাক, পাতা, ঘাস, বাঁশের তৈরী জিনিষ (ঝোড়া, কুলা প্রভৃতি), চামড়া বা মাটির তৈরী জিনিষ অথবা পাথরের জিনিষ কেনা-বেচা করে তাদেরও লভ্যাংশের ছয় ভাগ কর হিসাবে রাজা নেবেন। যারা একান্তই ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী—সামান্য ব্যবসায়ের সাহায্যে কোনক্রমে জীবিকা নির্বাহ করে তাদের কাছ থেকে নামমাত্র কর নেওয়া হবে। আর যারা সুপকার বা নানাপ্রকার দৈহিক পরিশ্রমের দ্বারা জীবিকা নির্বাহের মতই সামান্য উপার্জন করে তাদের কাছ থেকে কর হিসাবে অর্থের পরিবর্তে একদিনের শ্রম নেওয়া হবে, অর্থাৎ রাজা প্রতি মাসে একদিন করে তাদের দিয়ে নিজের কাজ করিয়ে নেবেন। কর গ্রহণ সম্পর্কে মনুর নীতি হ'লো, জোঁক যেমন অল্প অল্প করে রক্ত পান করে, গোবৎস যেমন করে দুধ পান করে। কিংবা ভ্রমর যেমন করে মধু পান করে, তেমনভাবে রাজা প্রজাদের কাছ থেকে অল্প অল্প করে কর গ্রহণ করবেন।

করনীতিতে করমুক্তিরও নির্দেশ আছে।—রাজ্যে যে সমস্ত শ্রোত্রিয় অর্থাৎ বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ বাস করেন তাঁদের কাছ থেকে রাজা কখনও কর গ্রহণ করবেন না। বরং রাজ্যে অবস্থিত শ্রোত্রিয়বর্গের বিদ্যা ও কর্মদক্ষতা বিচার করে উপযুক্ত জীবিকার সংস্থান করবেন এবং রাজা তাঁদের নিজপুত্রের মত পোষণ করবেন। মনুসংহিতার ভাষায় শ্রোত্রিয় রাজ্যে ক্ষুধার্ত হলে সমগ্ররাষ্ট্র ক্ষুধায় পীড়িত হয় বিপরীতভাবে শ্রোত্রিয় যথাযথভাবে রক্ষিত হ'লে তাঁর ধর্মবলে রাজার আয়ু, ধন এবং রাজ্য বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

Scanned with CamScanner

মনু নির্দেশিত কর পদ্ধতির মূল নীতি হলো—রাজা অতিলোভবশতঃ অধিকমাত্রায় কর গ্রহণ করে প্রজাবর্গের মূল নষ্ট করবেন না, আবার অতিস্নেহ বা সহানুভূতিবশতঃ আদৌ কর না নিয়ে নিজের ও রাজ্যের মূল নষ্ট করবেন না। তাই মনু এ প্রসঙ্গে রাজাকে সতর্ক করে বলেছেন—

'নোচ্ছিন্দ্যাদাত্মনো মূলং পরেষাং চাতিতৃষ্ণয়া।
উচ্ছিন্দন্ হ্যাত্মনো মূলমাত্মানং তাংশ্চ পীড়য়েৎ।।'

**৯। প্রশ্ন ঃ— মনুসংহিতার আলোকে প্রাচীন ভারতের যুদ্ধনীতি সম্পর্কে আলোচনা কর।**

**উত্তর ঃ** মনুসংহিতার 'রাজধর্ম' শীর্ষক সপ্তম অধ্যায়ে আলোচিত ভারতের প্রাচীনকালের রণনীতি বক্ষ্যমাণানুরূপ।

রাজার প্রজাপালন যেমন অবশ্যপালনীয় ধর্ম, তেমনই প্রয়োজনে যুদ্ধ যাত্রাও অবশ্য কর্তব্য। কারণ, ক্ষত্রিয়ের যুদ্ধ করা ধর্ম। যুদ্ধযাত্রাদ্বারা রাজার স্বধর্ম পালন করা হয়। তাই মনুসংহিতায় রণনীতি আলোচনার শুরুতেই বলা হয়েছে,—প্রজারক্ষণকারী রাজা—সমবল, অধিকবল বা হীনবল—যে কোন নৃপতি কর্তৃক যুদ্ধের জন্য আমন্ত্রিত হ'লেই ক্ষাত্রধর্ম স্মরণ করে যথাসাধ্য যুদ্ধ করবেন। কারণ রাজার তিনটি শ্রেয়স্কর কাজের মধ্যে যুদ্ধে পরাঙ্মুখ না হওয়া অন্যতম। সংহিতায় উক্ত হয়েছে—

সংগ্রামেষ্বনিবর্তিত্বং প্রজানাং চৈব পালনম্।
শুশ্রূষা ব্রাহ্মণানাং চ রাজ্ঞাং শ্রেয়স্করং পরম্।।

যুদ্ধে পশ্চাৎপদ না হওয়া যে রাজার পরম শ্রেয়ঃ তার কারণ দেখিয়ে যুদ্ধের ফলাফল স্বরূপ বলা হয়েছে, যদি রাজা যুদ্ধে পশ্চাৎপদ না হয়ে সাধ্যমত যুদ্ধ করে মৃত্যুও বরণ করেন, তাহলে তিনি স্বর্গলাভ করেন। আর যদি কোন যোদ্ধা ভীত হয়ে পলায়ন করতে গিয়ে শত্রুর হাতে নিহত হয়, তাহলে সে যোদ্ধা তার প্রভুর সমস্ত পাপ গ্রহণ করে এবং প্রভু তার সমস্ত পুণ্য লাভ করেন। সুতরাং রাজার পক্ষে যুদ্ধ এক বরণীয় কর্তব্য।

তবে প্রাচীন ভারতের যুদ্ধনীতিটি যেন-তেন প্রকারেণ শত্রু ধ্বংস করার নীতি নয়। যেহেতু সেটি ধর্মবিশেষ, তাই সেক্ষেত্রে রাজাকে অত্যন্ত নিয়মনিষ্ঠ হ'তে হয়। রাজার রণনীতিকে নিয়মশৃঙ্খলে আবদ্ধ করার জন্য শাস্ত্রকার কতকগুলি বিধিনিষেধ আরোপ করেছেন। শাস্ত্রকার যুদ্ধের নির্দেশ দিয়েই নিষেধগুলির অবতারণা করেছেন। প্রথমে যুদ্ধে নিষিদ্ধ অস্ত্রগুলির উল্লেখ—যুদ্ধে যোদ্ধা শত্রুকে কখনও গুপ্ত অস্ত্র দ্বারা, কর্ণাকার ফলক সমন্বিত অস্ত্র দ্বারা বা আগ্নেয় ফলক অস্ত্র দ্বারা বধ করবেন না।

অতঃপর উল্লেখ করা হয়েছে যুদ্ধে যাদের কোনক্রমে হত্যা করা চলে না তাদের পরিচয়। যেমন প্রথমতঃ রথে থেকে নেমে ভূমিতে দণ্ডায়মান শত্রুকে বধ করা

Scanned with CamScanner

অনুচিত। দ্বিতীয়তঃ, ক্লীব, শরণাগত, মুক্তকেশ ও আত্মসমর্পণকারী শত্রুও অবধ্য। তাছাড়াও নিদ্রিত, বর্মহীন, বিবস্ত্র, যুদ্ধ থেকে বিরত, দর্শক অথবা অন্যের সঙ্গে যুদ্ধে রত—এরূপ শত্রুদের বধ করা উচিত নয়। আরও বলা হয়েছে যে, শোকার্ত, আহত, ভীত বা যুদ্ধে পশ্চাৎপদ শত্রুকে ক্ষাত্রধর্মানুসারে বধ করা উচিত নয়।

রণনীতি প্রসঙ্গে পূর্বোক্ত বিধিনিষেধ ছাড়াও আরও একটি বিশেষ নীতি হ'লো, যুদ্ধে জিত বস্তুর গ্রহণ বণ্টন বিষয়ে অবহিত হওয়া। শাস্ত্রকারের নির্দেশ,—রথ, অশ্ব, হস্তী, ছত্র, ধান্য, পশু নারী, গুড় ও লবণাদি সকল দ্রব্য যে জয় করবে তারই হবে; কেবল স্বর্ণ, রৌপ্য তাম্রাদি ধাতু রাজার হবে। তাছাড়া জিত বস্তু থেকে উৎকৃষ্ট বস্তুর কিছু অংশ রাজার প্রাপ্য হয়। রাজা আবার প্রাপ্ত সম্পদ যোদ্ধাদের মধ্যে পরাক্রম অনুসারে ভাগ করে দেন। অবশেষে শাস্ত্রকার বলেছেন যে, যুদ্ধে শত্রুহনন করার সময় রাজা যেন পূর্বোক্ত সনাতন অনিন্দ্য বোধ হতে কোন কারণেই বিচ্যুত না হন।

উক্ত রণনীতি ছাড়াও শাস্ত্রকার ষাড়্‌গুণ্য সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে যুদ্ধযাত্রার কালাদি বিষয়ে যে নির্দেশগুলি করেছেন সেগুলিও রণনীতির পর্যায়ভুক্ত। এখানে মূলতঃ যুদ্ধযাত্রার অবকাশ সম্পর্কে নির্দেশ করা হয়েছে। রাজার যুদ্ধযাত্রার প্রকৃত অবসর হ'লো,—যখন দেখবেন যে নিজের সৈন্যগণ সমৃদ্ধ ও প্রফুল্ল এবং প্রতিপক্ষের ঠিক বিপরীত। প্রাকৃতিক কাল হিসাবে বলেছেন, রাজা অগ্রহায়ণ, ফাল্গুন বা চৈত্র মাসের মধ্যে কোন এক মাসে যুদ্ধযাত্রা করবেন। যুদ্ধযাত্রাকালে রাজা তাঁর নিজের রাজধানী ও মূলস্থানের রক্ষার সুব্যবস্থা অবশ্যই করবেন। রাজা যুদ্ধযাত্রাকালে সেনাবাহিনীকে দণ্ডব্যূহ, শকটব্যূহ, বরাহব্যূহ, মকরব্যূহ অথবা গুড়ব্যূহ দ্বারা সজ্জিত করে যাত্রা করবেন। তবে সৈন্যসংখ্যা প্রতিপক্ষ বাহিনী অপেক্ষা অধিক হ'লে যুদ্ধকালে স্বেচ্ছামত বিস্তার করতে পারেন। রক্ষণক্ষেত্রের বৈশিষ্ট্য অনুসারে রাজাকে ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে। যেমন—যুদ্ধ সমতল ভূমিতে হলে রথ ও অশ্বের সাহায্যে, জলময় ভূমিতে হলে নৌকা অথবা হস্তীর সাহায্যে, বৃক্ষ-লতা-গুল্মাচ্ছন্ন স্থানে হলে বাণের সাহায্যে এবং তদ্ভিন্ন স্থলে হলে তরবারি, চর্ম ও অন্যান্য অস্ত্রের সাহায্যে যুদ্ধ করবেন, সৈন্যসজ্জাকালে বাহিনীর পুরোভাগে কুরুক্ষেত্র, মৎস্য, পাঞ্চাল, মথুরা হতে আগত এবং দীর্ঘ ও লঘু দেহী সৈন্যদের স্থাপন করবেন। যুদ্ধকালে শত্রুকে অবরোধ করে অবস্থান করাও একটি রণনীতি। আর একটি পদ্ধতি হ'লো যে শত্রুর অধীন জনপদের পুষ্করিণী, প্রকার, পরিখা—সমস্ত নষ্ট করে দিয়ে অসতর্ক মুহূর্তে আক্রমণ করবেন সমস্তপ্রকার নির্দেশ দিয়েও বলেছেন যুদ্ধে যেহেতু জয় ও পরাজয় অনিশ্চিত, তাই উপায়ান্তরে কার্যসিদ্ধি হ'লে যুদ্ধ পরিত্যাগ করাই বিধেয়। যুদ্ধবিষয়ে রাজাকে বিশেষ সতর্ক করার জন্য শাস্ত্রে উক্ত আছে, যে দৈব অনুকূল জানতে পারলেই রাজা যুদ্ধ করবেন।

'যুক্তে চ দৈবে যুধ্যেত জয়প্রেপ্সুরপেতভীঃ'।।

Scanned with CamScanner

**১০। প্রশ্ন ঃ— রাষ্ট্রসংগ্রহের জন্য মনুসংহিতায় যে বিধানগুলির উল্লেখ আছে তাহা যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ কর।**

**অথবা**

**রাজা কর্তৃক গ্রহণীয় স্বরাট্র বিষয়ক নীতিগুলি বর্ণনা কর।**

**উত্তর ঃ** মনুসংহিতার 'রাজধর্ম' শীর্ষক সপ্তম অধ্যায়ে রাজা ও রাষ্ট্রবিষয়ক বিবিধ নীতি আলোচনার পর রাজার নিজ রাজ্য সুসংরক্ষিত করার জন্য বক্ষ্যমানানু রূপ রাষ্ট্রসংগ্রহ বিষয়ক বিধানগুলির উল্লেখ আছে।

রাজার তিনিট শ্রেয়স্কর ধর্মের মধ্যে প্রজাপালন অন্যতম। কিন্তু রাজ্যের সুশাসন ও সুরক্ষা ব্যতীত সুষ্ঠু প্রজাপালন কোনক্রমেই সম্ভব নয়। তাই ঋষি বলেছেন,—

যথোদ্ধরতি নির্দাতা কক্ষং ধান্যঞ্চ রক্ষিত।
তথা রক্ষেন্নৃপো রাষ্ট্রং হন্যাচ্চ পরিপন্থিনঃ।।

অর্থাৎ তৃণছেদনকারী যেভাবে তৃণকে উৎপাদিত করে ধান্য রক্ষা করে সেভাবে রাজা (দস্যু প্রভৃতি) পরিপন্থীদের নির্মূল করে নিজ রাজ্য রক্ষা করবেন।

কিন্তু রাজ্য এক বিশাল সংসার, তার মধ্যে জটিলতা অসংখ্য। তার ফলে রাজ্যের সুরক্ষা সম্পাদন অত্যন্ত দুষ্কর কর্ম। তবে বিধি বিধানের গুণে বহু দুষ্কর কর্মও সুখকর হয় বলেই ভগবান মনু রাজার পালনীয় কতকগুলি বিধান প্রণয়ন করেন এবং নির্দেশ দিয়েছেন যে, রাজ্যের সুরক্ষাবিধায়ক তথা রাজার সুখবর্ধক বিধানগুলি রাজার অবশ্য পালনীয়। রাজা সুশৃঙ্খলভাবে রাজ্য শাসনের জন্য প্রথমতঃ দুই, তিন, পাঁচ বা একশত গ্রামের মধ্যে একটি করে রাজ্যরক্ষাকেন্দ্র 'গুল্ম' স্থাপন করবেন এবং বিশ্বস্ত রাজকর্মচারীদের উপর ঐ গুল্ম রক্ষার ভার ন্যস্ত করবেন। তারপর রাজা প্রতি গ্রামে একজন করে অধিপতি নিয়োগ করবেন এবং ঐভাবে দশটি গ্রামের জন্য একজন, কুড়িটি গ্রামের জন্য একজন, একশতটি গ্রামের জন্য একজন এবং এক হাজার গ্রামের জন্য একজন করে অধিপতি নিয়োগ করবেন। গ্রামে কোন দোষ উৎপন্ন হলে এবং গ্রামাধিপতি নিজে তার প্রতিবিধান করতে না পারলে তাঁর উর্দ্ধতন দশ গ্রামাধিপতিকে জানাবেন। দশ গ্রামাধিপতি প্রয়োজনবোধে বিংশতি গ্রামাধিপতিকে জানাবেন, তিনি আবার শতগ্রামাধিপতিকে এবং শতগ্রামাধিপতি সহস্রগ্রামাধিপতিকে জানাবেন। গ্রামবাসিগণ তাঁদের রাজপ্রদেয় অন্ন, পানীয়, তৈল প্রভৃতি প্রতিদিন গ্রামাধিপতির জীবিকা নির্বাহের জন্য তাঁকে দেবেন। দশগ্রামাধিপতি এক 'কূল' পরিমিত স্থান ভোগ করবেন। ঐক্রমে বিংশতি গ্রামাধিপতি পাঁচ 'কুল' পরিমিত ভূমি, শতগ্রামপতি একটি গ্রাম এবং সহস্রগ্রামপতি একটি পুর ভোগ করবেন। গ্রামাধিপতি প্রভৃতি সকল অধিপতির কার্যসমূহ পর্যবেক্ষণ করবেন একজন বিশ্বস্ত রাজকর্মচারী। এরপরও প্রতি নগরে একজন করে প্রভাবশালী নীতিজ্ঞ উচ্চপদস্থ রাজকর্মচাচীরকে সর্বার্থচিন্তক রূপে রাজা নিয়োগ করবেন। এই নগরাধিপতি নিজে গ্রামাধিপতি প্রভৃতির কার্যাবলী

Scanned with CamScanner

পরিদর্শন করবেন অথবা সেই সেই বিষয়ে নিযুক্ত চরের সাহায্যে সমস্ত তত্ত্ব জানাবেন।

এভাবে কর্মচারী নিয়োগের পরও তাঁদের স্ব-স্ব কার্যে নিষ্ঠা ও সততা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য রাজাকে কিছু দণ্ডমূলক বিধান পালন করতে হবে। যেমন যে সমস্ত কর্মচারী পরাস্বাপহরণ করে, লোভী বা প্রবঞ্চক, তাদের অত্যাচার থেকে প্রজাদের রক্ষা করার জন্য রাজা ঐরূপ রাজকর্মচারীদের সর্বস্ব কেড়ে নিয়ে রাজ্য থেকে তাড়িয়ে দেবেন।

এই দণ্ডনীতি ছাড়াও বিশেষ দাননীতিও প্রযোজ্য। যেমন রাজকার্যে নিযুক্ত দাসদাসীদের কাজের উৎকর্ষ অপকর্ষ বিচারে তাদের প্রাত্যহিক বৃত্তি নির্ধারণ করতে হয়। সেই সেই বৃত্তি বা বেতনও ঋষি নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। য়েমন—নিম্নশ্রেণীর দাসদাসীর দৈনিক বেতন একপণ কড়ি, ছয়মাস অন্তর দুখানি করে কাপড়, প্রতিমাসে চার আড়ি ধন আর উন্নতশ্রেণীর দাসদাসীদের বেতন ঐ বেতনের ছয়গুণ দিতে হয়। মনু নির্দেশিত উক্ত বিধানগুলি পালন করলে যে রাজ্যরক্ষণ ও রাজ্যপালন বিষয়ে কোন ত্রুটি থাকে না, তার প্রমাণ মনুর উক্তি—

'রাষ্ট্রস্য সংগ্রহে নিত্যং বিধানমিদমাচরেৎ।
সংগৃহীতরাষ্ট্রো হি পার্থিব সুখমেধতে।।'

**১১। প্রশ্ন ঃ— মনুসংহিতা অনুসারে রাজার মন্ত্রণাবিধি বর্ণনা কর।**

**উত্তর ঃ** মনুসংহিতার 'রাজধর্ম' শীর্ষক সপ্তম অধ্যায়ে রাজার মন্ত্রীর সহিত স্থান, কাল, বিষয় উল্লেখের মাধ্যমে মন্ত্রণা বিধির যে পরিচয় পাওয়া যায় তা নিম্নরূপ।

রাজার রাজকার্য পরিচালনায় মন্ত্রগুপ্তি সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। রাজার সাফল্য অসাফল্য সবকিছুই নির্ভরশীল মন্ত্রগুপ্তির উপর। মন্ত্রগুপ্তির সীমাহীন গুরুত্বের কথা বিশেষভাবে প্রমাণিত হয় মনুর এই বাক্য দ্বারা—

যস্য মন্ত্রং ন জানন্তি সমাগম্য পৃথগ্‌জনাঃ।
স কৃৎস্নাং পৃথিবীং ভুঙ্‌ক্তে কোষহীনোঽপি পার্থিবঃ।।

মনুর ভাষায়,—কোষ, দণ্ড ইত্যাদি সহায় অপেক্ষাও মন্ত্রগুপ্তি বলিষ্ঠ সহায়। যে রাজার মন্ত্রগুপ্তি প্রবল তিনি সমগ্র পৃথিবী পর্যন্ত শাসন করতে সক্ষম হন। তাই মনু মন্ত্রণার স্থান কাল প্রভৃতি প্রতিটি বিষয়ের স্পষ্ট নির্দেশ করেছেন। রাজাকে প্রতিদিন মন্ত্রীদের সঙ্গে অতি সন্তর্পণে মন্ত্রণা করার নির্দেশ দিয়েই মন্ত্রণার কাল সম্পর্কে বলা হয়েছে, রাজা রাত্রিতে বিশ্রাম নিয়ে রাত্রিতে শেষপ্রহরে শয্যা ত্যাগ করে শৌচাদি ক্রিয়া করে সমাহিত চিত্তে অগ্নিতে আহুতি দিয়ে ব্রাহ্মণাদি গুরুজনদের পূজা করে রাজসভায় প্রবেশ করবেন। সেখানে অন্যান্য রাজকর্তব্য শেষ করে এবং দর্শনার্থীদের দর্শন দিয়ে এবং তাঁদের সন্তুষ্ট করে বিদায় দিয়ে মন্ত্রীদের সহিত মন্ত্রণা করবেন। মন্ত্রণার সময় সম্পর্কে আবার বলা হয়েছে, যে, কেবল প্রাতঃকালেই নয় মধ্যাহ্নকালে বা মধ্যরাত্রিতেও শারীরিক ও মানসিক ক্লান্তিহীন অবস্থায় রাজা মন্ত্রীদের সঙ্গে ধর্মাদি ত্রিবর্গ নিয়ে চিন্তা করবেন। এরপরই মন্ত্রণার স্থান সম্পর্কে বলা হয়েছে—পর্বতের

Scanned with CamScanner

উপর বা জনশূন্য গৃহে বা নির্জন অরণ্যে অপরের অলক্ষ্যে অবস্থান করে রাজা মন্ত্রণা করবেন।

মন্ত্রণা অপেক্ষা মন্ত্রগুপ্তির গুরুত্ব অধিকতর। তাই মন্ত্রগুপ্তির জন্য মন্ত্রণাকালে বিশেষ সতর্কতা হিসাবে সেখানে জড়, মূক, অন্ধ, বধির, পশু-পক্ষী প্রভৃতি নিম্নস্তরের প্রাণী, অতিবৃদ্ধ, স্ত্রীলোক, ম্লেচ্ছ, পীড়িত ও অঙ্গহীন প্রভৃতি এদের অপসারিত করতে হয়। কারণ এদের দ্বারা মন্ত্রভঙ্গ হওয়ার আশঙ্কা থাকে বলে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়। জড়, মূক প্রভৃতি অপমানিত হলে এবং শুক-সারী জাতীয় পশু-পক্ষী বিশেষতঃ স্ত্রীলোক মন্ত্রভঙ্গ করতে পারে বলে তাদের অবশ্যই মন্ত্রণা স্থান থেকে অপসারণ করতে হবে।

কেবল স্থান, কাল ও পরিবেশই নয়, ঋষি মন্ত্রণাবিধি আলোচনাকালে মন্ত্রণার বিষয়বস্তু সম্পর্কেও নির্দেশ করেছেন। প্রথম নির্দেশ—রাজা ধর্মার্থাদি ত্রিবর্গী আয়ত্তীকরণ, কন্যাগণের সম্প্রদান, রাজপুত্রগণের রক্ষা বিষয়েও মন্ত্রীদের সঙ্গে চিন্তা করবেন। তারপর মন্ত্রণীয় বিষয়—দূতপ্রেরণ, প্রারব্ধ কর্মের সমাপ্তি, রাজান্তঃপুরস্থ নারীদের গতিবিধি এবং চরগণের কার্যবলী, অতঃপর, রাজা রাজ্যের অষ্টবিধ কর্ম, পঞ্চবিধ চরতত্ত্ব, শত্রুরাজার এবং নিজের অমাত্যবর্গের অনুরাগ-বিরাগ, সমগ্র রাজমণ্ডলের গতিবিধি এবং ষড়্‌বিধ্ ষাড়্‌গুণ্য সম্পর্কে চিন্তা করবেন। এইসব বিষয়ে রাজা যথাকালে যথাস্থানে যথোক্ত নিয়মে মন্ত্রীদের সঙ্গে মন্ত্রণা করে অন্তঃপুরে প্রবেশ করবেন।

**১২। প্রশ্ন ঃ— 'ষাড়্‌গুণ্য' কি তা উল্লেখপূর্বক মনুসংহিতা অনুসারে ষড়্‌গুণের প্রয়োগ নির্দেশ কর।**

**উত্তর ঃ** মনুসংহিতার 'রাজধর্ম' বিষয়ক সপ্তম অধ্যায়ে রাজনীতির মূল এবং রাজার রাজ্যপালন, রাজ্যশাসন ও রাজ্যবিস্তারের প্রধান অবলম্বন ষড়্‌গুণের স্বরূপ ও প্রয়োগ সম্পর্কে নিহিত আলোচনা বক্ষ্যমানানুরাপ।

সন্ধি, বিগ্রহ, যান, আসন, দ্বৈধীভাব ও সংশ্রয়কে একসঙ্গে বলা হয় ষড়্‌গুণ। সংহিতায় উল্লেখ আছে—

সন্ধিঞ্চ বিগ্রহঞ্চৈব যানমাসনমেব চ।
দ্বৈধীভাব সংশ্রয়ঞ্চ ষড়্‌গুণাংশ্চিন্তয়েৎ সদা।।

এদের স্বরূপ সম্পর্কে কুল্লুক ও মেধাতিথির ভাষ্য থেকে জানা যায়,—সন্ধি হলো—শত্রুরাজার সঙ্গে 'পরস্পরের উপকার করব' এরূপ নিয়ম বন্ধন। বিগ্রহ হল যুদ্ধ। যুদ্ধের জন্য অবস্থান করার নাম আসন। নিজের সৈন্যবাহিনীকে দ্বিধা করাকে বলা হয় দ্বৈধী এবং শত্রু দ্বারা পীড়িত হয়ে অপর বলবান রাজার আশ্রয় গ্রহণকে বলে আশ্রয়। এই ছয়টি রাজাদের উপকারক বলে এগুলি গুণ নামে কথিত।

ষড়্‌গুণের প্রয়োগ পদ্ধতি বিষয়ে মনুর প্রথম নির্দেশ হলো,—রাজা প্রয়োজনবোধে

Scanned with CamScanner

উক্ত ছয়টি গুণের যে কোন একটিকে প্রয়োগ করবেন। মনু আবার প্রতিটি গুণের দুটি করে ভাগের কথা উল্লেখ করেছেন। যেমন—সমানযানকর্মা ও অসমান-যানকর্মা ভেদে সন্ধি দু'প্রকার। কালে বা অকালে কার্যসিদ্ধির জন্য স্বয়ংকৃত বিগ্রহ অথবা মিত্রের অপকার হেতু কৃত বিগ্রহ—এই দু'প্রকার। যানও দু'প্রকার। হঠাৎ কোন প্রয়োজন হলে একাকী অভিযান অথবা মিত্ররাজার সহিত অভিযান। আসন ও নিজের শক্তির হ্রাসবশতঃ অথবা পর্যাপ্ত শক্তিশালী হয়ে মিত্রের অনুরোধবশতঃ অবলম্বিত হয়ে দু'প্রকার। নিজের প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য একস্থানে সৈন্যসমাবেশ ও অন্যত্র রাজার নিজের অবস্থিতি—এভাবে দ্বৈধীও দু'প্রকার। সংশ্রয়ও দু'প্রকার—শত্রু দ্বারা আক্রান্ত হয়ে আক্রমণ নিবারণের জন্য অন্য রাজাকে আশ্রয় করা একরকম এবং শত্রু দ্বারা আক্রমণের সম্ভাবনায় প্রবল রাজার আশ্রয় নেওয়া হয়েছে এরূপ প্রচারের জন্য অন্য রাজাকে আশ্রয় করা—এইভাবে আর এক রকম।

এরপর ষড়্গুণের ক্রমিক প্রয়োগ সম্পর্কে নির্দেশ করা হয়েছে। সন্ধির প্রয়োগ সম্পর্কে নির্দেশ,—রাজা যখন তৎকালে সামান্য ক্ষতি হ'লেও ভবিষ্যতে উন্নতি নিশ্চিত বুঝতে পারবেন তখন সন্ধি করবেন। আর যখন রাজা নিজের প্রকৃতিপুঞ্জকে অনুরক্ত সহায়সম্পদে বলবান এবং শত্রুপক্ষ এর বিপরীত বিবেচনা করবেন, তখন যুদ্ধ করবেন।

এরপর যুদ্ধযাত্রা,—যখন রাজা নিজের সেনাগণকে আনন্দিত ও বলবান এবং সেই শত্রুপক্ষীয় সেনাগণকে তার বিপরীত বলে জানবেন তখনই রাজা শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করবেন। আসন অবলম্বনের কাল হ'লো যখন রাজা নিজের বাহনে ও সেনাবলে শত্রু অপেক্ষা দুর্বল হয়ে পড়বেন, তখন শত্রুকে সামদান দ্বারা প্রসন্ন করে নিজে আসন অবলম্বন করবেন।

দ্বৈধী অবলম্বন করার কারণ হ'লো—যখন রাজা শত্রুকে সেনাবলে অধিকতর বলীয়ান বলে বিবেচনা করবেন, তখন দ্বৈধীভাব অবলম্বন করে অর্থাৎ নিজের সৈন্যবাহিনীকে দ্বিধা বিভক্ত করে স্বকার্য সাধন করবেন।

আর সংশ্রয়ের অবসর হ'লো—যখন রাজা নিজেকে শত্রু দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বিবেচনা করবেন, তখন অধিকতর বলবান ধার্মিক রাজার শরণ নেবেন। সংশ্রয় সম্পর্কে আরও নির্দেশ করা হয়েছে, রাজা যখন নিজ প্রকৃতিপুঞ্জ ও সেনবাহিনীর দ্বারা নিগৃহীত হয়ে দুর্দশাগ্রস্ত হন, তখন ঐ সমস্ত প্রকৃতি ও সৈন্যদের দমন করতে সক্ষম এমন রাজার শরণ নেবেন।

এই হলো মনু নির্দেশিত ষড়্গুণের স্বরূপ ও সংক্ষিপ্ত প্রয়োগবিধি।

**১৩। প্রশ্ন ঃ— টীকা লিখ— রাজমণ্ডল**

**উত্তর ঃ** মনুসংহিতার সপ্তম অধ্যায়ে রাজার মন্ত্রণীয় বিষয় আলোচনা প্রসঙ্গে রাজমণ্ডলের গতিবিধিও অন্যতম মন্ত্রণীয় বিষয় বলে উল্লেখ করা হয়েছে। উক্ত

Scanned with CamScanner

6th PAPER

# মনুসংহিতা

(৬)

① অরাজকে হি লোকেঽস্মিন্ সর্বতো বিদ্রুতে ভয়াত্। (৩)
রক্ষার্থমস্য সর্বস্য রাজানমসৃজৎ প্রভুঃ ॥৩॥

অয়ং শ্লোকঃ আচার্যেণ মনুনা বিরচিতস্য 'মনুসংহিতা' ইতি গ্রন্থস্য সপ্তমাধ্যায়ে পঠ্যতে। অত্র রাজ্ঞঃ সৃষ্টেঃ কারণং বিশ্লেষিতম্।

রাজহীনে রাজ্যে শাসকাভাবেন শৃঙ্খলাভাবাদ্ অরাজকতা জায়তে। কোঽপি নিয়মঃ কাঽপি শৃঙ্খলা চ তত্র ন দৃশ্যতে, শাসনস্য অভাবাৎ দণ্ডস্যাভাবাৎ চ সর্বত্র মাৎস্যন্যায়ঃ প্রচলিতঃ ভবতি, যথা জলাশয়ে বৃহদাকারাঃ মৎস্যাঃ ক্ষুদ্রান্ মৎস্যান্ ভক্ষয়ন্তি তথৈব শাসকবিহীনে রাজ্যে প্রবলাঃ দুর্বলান্ পীড়য়ন্তি ঘ্নন্তি চ। তেষাং প্রবলানাং ভয়েন দুর্বলাঃ রাজ্যং পরিত্যজ্য ইতস্ততঃ পলায়ন্তে। রাজা এব রাজ্যে সুশাসনেন যথাবিধি দণ্ডপ্রণয়নেন চ নিয়মং স্থাপয়তি শৃঙ্খলাং চ বিদধাতি। তস্য দণ্ডস্য ভয়েন রাজ্যে শৃঙ্খলা স্থাপিতা ভবতি, প্রবলাঃ দণ্ডস্য ভয়েন যথৈব শান্তিসংশ্লিষ্টা বর্তন্তে দুর্বলাঃ অপি রাজ্ঞঃ উপস্থিত্যা নির্ভয়েন বিচরন্তি। তেন রাজ্যে শান্তিঃ শৃঙ্খলা চ স্থাপ্যতে। অতঃ ঈশ্বরঃ সর্বস্য চরাচরস্য রক্ষার্থং স্বয়মেব রাজানমপি সৃষ্টবান্। অতঃ রাজা রাজ্যে শান্তিস্থাপকঃ শৃঙ্খলাস্থাপকঃ প্রজানাং রক্ষকঃ নিয়ন্তা চ।

② যস্মাদেষাং সুরেন্দ্রাণাং মাত্রাভ্যো নির্মিতো নৃপঃ। (৫)
তস্মাদভিভবত্যেষ সর্বভূতানি তেজসা ॥৫॥

অয়ং শ্লোকঃ আচার্যেণ মনুনা বিরচিতস্য 'মনুসংহিতা' ইতি গ্রন্থস্য রাজধর্মনাম সপ্তমাধ্যায়ে পঠ্যতে। অত্র রাজ্ঞঃ প্রভাবঃ উপপাদিতঃ।

লোকে শৃঙ্খলাস্থাপনার্থং নিয়মরক্ষার্থং সাম্যপ্রতিষ্ঠার্থং মাৎস্যন্যায়ং নিবারয়িতুং সর্বস্য চরাচরস্য জগতঃ রক্ষার্থং চ ঈশ্বরঃ ইন্দ্র-বায়ু-যম-সূর্য-অগ্নি-বরুণ-চন্দ্র-কুবেরানাম্ অষ্টদেবানাং সারভূতান্ অংশান্ গৃহীত্বা রাজানম্ অসৃজৎ। এতে অষ্টৌ দেবাঃ দেবশ্রেষ্ঠরূপেণ প্রসিদ্ধাঃ। এতেষাং সারভূতৈঃ অংশৈঃ নির্মিতত্বাৎ রাজা মহাতেজস্বী মহাপ্রভাবশালী চ বর্ততে। ন কোঽপি তস্য শৌর্যেণ বীর্যেণ চ তুল্যঃ ভবতি। লোকে প্রাণিষু যৎ তেজঃ বর্ততে তত্তু রাজ্ঞঃ তেজসা অভিভূতং জায়তে। স্ববীর্যেণ রাজা সর্বান্ অতিশেতে। যথৈব দেবান্ ন কোঽপি লৌকিকঃ মানবঃ অভিভবিতুং প্রভবতি তথৈব দেবাংশজাতং রাজানমপি ন কোঽপি মানবঃ অভিভবিতুং শক্নোতি। সর্বে প্রাণিনঃ রাজ্ঞা অভিভূতাঃ ভবন্তি ন তু রাজা

৯)

অন্যেন কেনাপি প্রাপিনা। অতঃ রাজ্ঞঃ বিরুদ্ধাচরণং ন কৃত্বা তস্য শাসনং শিরসি নিধায় রাজ্যে বাস্তব্যম্ ইতি ভাবঃ।

(৩) বালোঽপি নাবমন্তব্যঃ মনুষ্যঃ ইতি ভূমিপঃ। (৪)
মহতী দেবতা হি এষা নররূপেণ তিষ্ঠতি ॥৮॥

রাজানং প্রতি প্রজানাং ব্যবহারঃ কীদৃক্ ভবেৎ সোঽত্র বর্ণ্যতে।

রাজ্যে শৃঙ্খলাস্থাপনার্থং নিয়মরক্ষার্থং সাম্যপ্রতিষ্ঠার্থং সর্বস্য চরাচরস্য বিশ্বস্য রক্ষার্থং চ নিযুক্তবান্ ঈশ্বরঃ ইন্দ্র-বায়ু-যম-সূর্য-অগ্নি-বরুণ-চন্দ্র-কুবেরাণাম্ অষ্টদেবশ্রেষ্ঠানাং সারভূতেন অংশেন রাজানম্ অসৃজৎ। দেবাংশজাতত্বাৎ রাজা মহৎ তেজস্বী প্রভাবশালী চ বর্ততে। স সদৈব অর্চনীয়ঃ বন্দনীয়ঃ চ। রাজা বয়সা শিশুঃ অপি প্রজাভিঃ নাবমন্তব্যঃ। রাজা বালকোঽপি ঈশ্বর অংশজাতঃ। (দেববিগ্রহ এব রাজা। তেন মনুষ্য ইব সমীক্ষ্য রাজানং প্রতি শ্রদ্ধা/অশ্রদ্ধা বা ন প্রদর্শনীয়া। যথা দেববিগ্রহস্য স্থূলত্বং সূক্ষ্মত্বং বা বৃহত্ত্বং ক্ষুদ্রত্বং বা শ্রদ্ধাপ্রদর্শনস্য কারণং ন ভবেৎ তথৈব বয়ঃ রাজানং প্রতি শ্রদ্ধাপ্রদর্শনস্য কারণং ন)। রাজা বৃদ্ধঃ বালকঃ যুবা বা ভবতু স সর্বথা সর্বৈরেব পূজ্যঃ। যতঃ বালকোঽপি মহতী দেবতা ইহসংসারে নররূপেণ বিরাজতে। অতঃ দেবতাজ্ঞানেন রাজ্ঞঃ পূজা কর্তব্যা। তস্য আজ্ঞা সদৈব পালনীয়া কদাপি অবজ্ঞা ন কর্তব্যা ইতি ভাবঃ।

(৫) একমেব দহতি অগ্নিঃ নরং দুরুপসর্পিণম্
কুলং দহতি রাজাগ্নিঃ সপশুদ্রব্যসঞ্চয়ম্ ॥৯॥ (৩)

অত্র রাজ্ঞঃ প্রতিকূলাচরণেন সঞ্জাতস্য নৃপরোষস্য কুফলং প্রতিপাদিতম্।

রাজ্যে শৃঙ্খলাস্থাপনার্থং নিয়মরক্ষার্থং সাম্যপ্রতিষ্ঠার্থং সর্বস্য লোকস্য বিশ্বস্য চ রক্ষার্থং নিযুক্তবান্ ঈশ্বরঃ ইন্দ্র-বায়ু-প্রভৃতীনাম্ অষ্টদেবশ্রেষ্ঠানাং সারভূতেন অংশেন গৃহীত্বা রাজানম্ অসৃজৎ। অতঃ রাজা দেবানাং তেজাংসি ধারয়িত্বা রাজ্যশাসনং করোতি। প্রয়োজনার্থং স তং তেজঃ

প্রকাশয়তি। তস্য ইন্দ্রং তেজঃ অগ্নেঃ তেজসঃ অপি বলবত্তরম্। যদি কো২পি পুনঃ অনবধানাৎ অগ্নেঃ সংস্পর্শে আয়াতি অগ্নিঃ স্বদাহিকাশক্ত্যা তং দূরমপসার্য্য তূর্ণম্ এব দহতি। পরন্তু যদি কো২পি রাজ্ঞঃ প্রতিকূলাচরণং করোতি রাজানং চ অবজানাতি তর্হি ক্রুদ্ধঃ রাজা অগ্নিরূপঃ সন্ তং অপরাধিনং সবংশং ভস্মীভূতং করোতি। তস্য পুত্রদারগৃহাদিরূপং কুলং দগ্ধ্বা গবাদি পশূন্ সঞ্চিতানি সুবর্ণাদিবস্তূনি অপি ভস্মীভূতানি করোতি। অগ্নেঃ দাহিকাশক্তেঃ রাজাগ্নেঃ দাহিকাশক্তিঃ বলবত্তরা ইতি ভাবঃ। অতঃ সর্বথা রাজ্ঞঃ অনুকূলাচরণেন তস্য সন্তোষবিধানম্ এব কর্তব্যম্ ইতি ভাবঃ।

৬

(৫) কার্যং সো২বেক্ষ্য শক্তিং চ দেশকালৌ চ তত্ত্বতঃ।
কুরুতে ধর্মসিদ্ধ্যর্থং বিশ্বরূপং পুনঃ পুনঃ ॥২০॥

অত্র প্রয়োজনানুসারেণ রাজ্ঞঃ কার্যবিধৌ আচরণে চ বৈচিত্র্যস্য প্রয়োজনম্ অস্তি ইতি প্রতিপাদিতম্।

অরাজকে লোকে নিয়মপ্রতিষ্ঠার্থং ঈশ্বরঃ ইন্দ্রাদীনাং দেবতানাং সারভূতান্ অংশান্ গৃহীত্বা রাজানম্ অসৃজৎ। রাজা রাজ্যে সুশাসনপ্রতিষ্ঠার্থং শৃঙ্খলাস্থাপনার্থং চ বহুবিধানি কার্যাণি করোতি। প্রয়োজনার্থং কার্যসিদ্ধ্যর্থং চ রাজা কদা ক্রুদ্ধঃ ভবতি কদা চ কোমলো২পি ভবতি। আত্মনঃ প্রয়োজনং শক্তিং স্থানং কালং পাত্রং চ সম্যক্ বিচার্য রাজা স্বরূপং ধারয়তি। অশক্তিদশায়াং প্রতিকূলে স্থানে কালে চ রাজা মৃদুঃ ভবতি। পুনঃ শক্তিং প্রাপ্য অনুকূলং স্থানকং কালং চ প্রাপ্য রাজা কর্কশঃ সন্ শত্রূন্ বিনাশয়তি। একস্মিন্ অপি দেশে কালে চ প্রয়োজনানুরোধেন রাজা শত্রুঃ বা মিত্রং বা ঔদাসীনো বা ভবতি। ক্ষণেন মিত্রং ক্ষণেন চ শত্রুঃ সন্ রাজা স্বকার্যং ধর্মং চ সাধয়তি। কদাপি স একরূপেণ অবস্থানং ন করোতি। প্রয়োজনানুসারেণ বহূনি রূপাণি ধারয়তি। অতঃ রাজনি বিশ্বাসঃ নৈব কর্তব্য ইতি ভাবঃ।